মানুষ-পাচার বিরোধী ভিডিও চলচ্চিত্র উৎসবে রাষ্ট্রদুত মেরি অ্যান পিটার্সের বক্তব্য

ঢাকা, ২রা জুন -- আজ ২রা জুন সোমবার মানুষ-পাচার বিরোধী ভিডিও চলচ্চিত্র উৎসবে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত মেরী অ্যান পিটার্স যে বক্তব্য দেন তার বিবরণ নীচে দেয়া হলো। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের আমেরিকান সেন্টার এবং মানুষ পাচার ও শিশুদের যৌন শোষণ বিরোধী কার্যক্রম (এটিএসইসি)-এর বাংলাদেশ শাখা যৌথভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছে।

রাষ্ট্রদুতের ভাষণ:

মাননীয় মন্ত্রী খুরশীদ জাহান হক, যুগ্ম সচিব ফেরদৌস আরা বেগম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সহকর্মী ও বন্ধুগণ,

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নারী ও শিশু পাচারবিরোধী এই ভিডিও ফিল্ম উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এই উৎসবে মানুষ পাচার সমস্যা রোধকল্পে নির্মিত বেশ কটি প্রামাণ্য ও নাট্যধর্মী চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের বেশীরভাগ এলাকায় যে ধরনের পাচারের ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে সে ধরনের একটি কাহিনী দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

কোন এক গাঁয়ের মেয়ে ১৪ বছরের সঞ্জীতাকে স্থানীয় এক আদম পাচারকারী সীমান্তের ওপারে তার সাথে গিয়ে গৃহভৃত্যের চাকুরি করার প্রস্তাব দেয়। সে যাতে তার সাথে যেতে রাজী হয় সেজন্য পাচারকারী তাকে প্রলোভন দেখায় যে সে অনেক টাকা পয়সার মালিক হতে পারবে। এভাবে প্রলুব্ধ করে বাড়ী থেকে নিয়ে আসার পর এই আদমপাচারকারী মেয়েটিকে সীমান্তের ওপারে একটি গণিকালয়ের মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। মালিকের কথা শুনতে বাধ্য করার জন্য এবং তার মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সেখানে তার ওপর চলে নির্মম নির্যাতন।

"মানুষ পাচার" ব্যাপারটির সাথে সংশিষ্ট শোষণ ছাড়াও এর করুণ পরিণতি এবং সেই সাথে প্রতিটি পাচার ঘটনার সাথে সংশিষ্ট বহু অপ্রীতিকর বিষয়-- যেমন জালিয়াতি, প্রতারণা, সহিংসতা, ছলনা এবং দাসত্বের মত বিষয়গুলো তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কেউই এই সব কাহিনী শুনতে চাই না। কি ঘটনা ঘটে তা ভাবতেই যেখানে কষ্ট হয় সেখানে যে মেয়েটির জীবনে সত্যি সত্যিই এই বিপর্যয় নামে তার জন্য এটা যে কত নির্মম তা একবার ভেবে দেখুন।

আমরা অনেকেই জানি, মানুষ পাচার হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যাধি যা সারা বিশ্বেই আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। এর ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে অকল্পনীয় যাতনা। বর্তমান বিশ্বে একটা বড় মানবাধিকার সমস্যা হয়ে রয়েছে এই মানুষ পাচার।

এই মানুষ পাচারের কারণে প্রতি বছর সারা বিশ্বে লাখ লাখ লোক দাসত্বের মত পরিবেশে নীরবে দু:খ-কষ্ট ভোগেন। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর সারা বিশ্বে ১০ লাখেরও বেশী নারী ও শিশু পাচার হয় এবং গণিকাবৃত্তি ও বাধ্যতামুলক শ্রমদান সহ নানা কাজে লাগানোর জন্য তাদের বিক্রি করে দেয়া হয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্বে গড়ে প্রতিদিন ৩০০০ ব্যক্তি পাচারের শিকার হন।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মানুষ পাচার সমস্যা প্রকট। এক হিসাবে দেখা গেছে যে, প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ মানুষ, অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন করে মানুষকে বাংলাদেশ থেকে ভারত, পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করা হচ্ছে।

মানুষ পাচার সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার যে অঙ্গীকারাবদ্ধ সে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ২০০০ সালে এই অপরাধের জন্য শাস্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল শূন্য। বাংলাদেশী আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং এনজিওগুলোর সমর্থনের ফলে ২০০১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ এবং ২০০২ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ২৯-এ। এটা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি রেকর্ড।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার আদম পাচারের নিন্দা করে এবং এই অভিশাপ মোকাবিলায় এবং পাচারের শিকার যারা হন তাদের রক্ষায় দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মানুষ পাচার বন্ধে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৯৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে ২১ লাখ ডলার দিয়েছে। এই অর্থ দিয়ে মানুষ পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, ভুক্তভোগীদের আইনী সহায়তাদান, পাচার-বিরোধী নেটওয়ার্ক জোরদার করা এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডবিউএ) এবং শিশু পাচার ও শিশুদের যৌন শোষণ বিরোধী পদক্ষেপ(এটিএসইসি)র মাধ্যমে পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের সহায়তা দেয়া হয়েছে।

গত দুই বছরে এই সব কর্মসূচী সুফল দিতে শুরু করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বিএনডবিউএ ২০০২ সালে ভারত, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২ জন মহিলা এবং ২০ জন শিশুকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করেছে, দেশের ভেতরেই ২ জন মহিলা ও ৩৪ জন শিশুকে মুক্ত করেছে এবং পুলিশকে তথ্য দিয়ে ৭৮ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে সহায়তা করেছে।

এই উৎসবে মানুষ পাচার সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য চলচ্চিত্রকে বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তটি যথাযথ। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আরো অনেক উপায় হয়ত অবলম্বন করা যায়, কিন্তু চলচ্চিত্রের রয়েছে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য।

যেমন ধরুন, এই বিষয়ের ওপর প্রামাণ্য ছবি দেখে আমরা মানুষ পাচারের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারি। এই সমস্যার সাথে সংশিষ্ট অনেক জটিল বিষয় জানতে আমদেরকে সাহয়তা করে এই ধরণের প্রামাণ্য ছবি। এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য এই সব ছবিতে আমাদের সকলের প্রতি আহ্বান থাকে। এ আহ্বান থাকে স্পষ্ট ভাষায়।

পক্ষান্তরে, নাট্যধর্মী কাহিনী আমাদেরকে এই সমস্যা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। কাহিনী যতই এগোতে থাকে জীবনধর্মী চরিত্রগুলোর দুঃখ-বেদনার সাথে আমরা ততই একাত্ম হই। এর ফলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, হৃদয় দিয়েও আমরা সমস্যার গভীরে চলে যাই।

উভয় পদ্ধতিই মানুষ পাচারের মত একটি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রচারে এবং এই অভিশাপ রোধে নতুন করে শপথ নিতে উদ্বুদ্ধ করার কার্যকর উপায়।

আমি এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজক, এটিএস ইসি এবং আমেরিকান সেন্টারকে এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

==========

জিআর/২০০৩

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov এবং *Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) যোগাযোগ করুন।*